পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন, কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন ১৩৯১ বাংলা ॥ ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং ॥ ৭ই জমাদিউস সানি ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ | ৩৮শ বর্ষ: ২০শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম পারা, ৮ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'এলেম ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী : সত্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার সময়	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুম্মার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৪
* ইসলামের নামে পবিত্র কলেমা : তৈয়ব বিধ্বংসী জঘন্য কার্যকলাপ	হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) অনুবাদ : এম, আবদুল্লাহ	১৭
* বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার : ৬২তম সালানা জলসা উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ	মৌঃ মোহাম্মদ, ন্যাশনাল আমীর	১৯
* সংবাদ :		২৩

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন এবং তিনি উপর্যুপরি কয়েকটি চিঠিতে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সালাম জানাইয়াছেন এবং জামাতের নিরাপত্তা, উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিয়াছেন।

দুর্গারামপুর জামাত আহমদীয়ার ১০তম সালানা জলসা

দুর্গারামপুর জামাত আহমদীয়ার ১০তম সালানা জলসা ৫ ও ৬ই এপ্রিল ১৯৮৫ ইঃ মোতাবেক ২২ ও ২৩শে চৈত্র ১৩৯১ বাংলা উক্ত গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত বিশিষ্ট ওলামা ও চিন্তাবিদগণ ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখবেন। সবান্ধব উপস্থিত হয়ে রুহানী ও দুনিয়াবী ফায়দা হাসিলের জন্য আপনাকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরজগুজার—

মোঃ ছাদেক

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি, আঃ আঃ দুর্গারামপুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন ১৩৯১ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং : ২৮শে তবলিগ ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে

১০ম পারা **৮ম রুকু**

৬০। সদকাসমূহ কেবল গরীবদের এবং মিসকীনদের এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং যাহাদের হৃদয়কে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাহাদের এবং দাস ও কয়েদীদের (মুক্তির) এবং ঋণভারাক্রান্তদের (ঋণ পরিশোধের) এবং আল্লাহর পথে (জেহাদকারীদের) এবং পথিকদের জন্য; ইহা আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত ফরয, বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমন (মুনাফেক)ও আছে, যাহারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, সে কান পাতলা, তুমি বল, তাহার কান তোমাদেরই কল্যাণ শুনিবার জন্য, সে আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মোমেনদের (কথার) উপর আস্থা রাখে এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য সে রহমত স্বরূপ ; এবং যাহারা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেয়, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

৬২। তাহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর কসম খায়, অথচ আল্লাহও তাঁহার রসুলই অধিকতর হকদার যে তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুক যদি তাহারা (অর্থাৎ মুনাফেকগ) সত্য মোমেন হয়।

৬৩। তাহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত আছে সে উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, ইহা বড় ভারি লাঞ্ছনা।

৬৪। মুনাফেকগণ (লোক দেখানো স্বরূপ) ভয় প্রকাশ করে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সুরা যেন নাযেল না হইয়া যায়, যাহা তাহাদিগকে (অর্থাৎ মুসলমানদিগকে) ঐ সকল কথা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় যাহা তাহাদের অন্তরে আছে ; বল, তোমরা হাসিতামাশা করিয়া যাও, নিশ্চয় আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা ভয় করিতেছ।

৬৫। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর (যে তোমরা কেন এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছে ?), তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই উত্তরই দিবে যে আমরা কেবল খোশগল্প ও হাসি তামাশা করিতেছিলাম ; তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁহার আয়াত সমূহ ও তাঁহার রসুলের সহিত হাসি বিদ্রূপ করিতেছিলে ?

অবশিষ্টাংশ ৩-এর পাতায় দেখুন

হাদিস শরীফ

এলেম ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান

(১) হযরত ইবনে মস্‌উদ (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : "আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তিকে সদা ভাল এবং সুখী রাখুন, যে, আমার নিকট কোন ভাল কথা শোনে এবং আগে উহা ঠিক সেইরূপই পৌঁছায়, যেরূপ শুনিয়াছিল। কারণ, অনেক এমন মানুষ আছে যাহাদিগকে কথা পৌঁছান হয়, তাহারা শ্রোতা হইতে অধিক স্মরণ রাখিতে পারে এবং বুঝিয়া শুনিয়া উপকৃত হয়।" (তিরমিজি)

(২) হযরত মুযাবিয়াহ (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তির আল্লাহতায়ালা মঙ্গল চাহেন এবং তাহাকে উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাঁহাকে ধর্ম বুঝিবার শক্তি দেন।" (বুখারী)

(৩) হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন : আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি : "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের তালাশে বাহির হয়, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের দরজা সহজ করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ বিদ্যার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের পাখা তাহার সম্মুখে পাতিয়া দেন এবং জ্ঞানীর জন্য জমিন ও আসমানবাসী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমন কি, পানির মৎসগুলিও তাহার জন্য দোওয়া করে। 'আলেমের' (জ্ঞানী ব্যক্তির) ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) আবেদ তথা এবাদতকারী সাধকের উপর তেমনই, যেমন চাঁদের ফযিলত অন্য গ্রহ নক্ষত্রের উপর রহিয়াছে! এবং উলামা নবীগণের ওয়ারীশ। নবীগণ টাকা পয়সা ওয়ারিশী ছাড়িয়া যান না, বরং, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হইল তত্ত্বজ্ঞান, এলেম ও ইরফান। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, সে মহা সৌভাগ্য এবং মঙ্গলের অধিকারী হয়।" (তিরমিযি)

(৪) হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাস্‌উদ (রাঃ) আমাদের নিকট বলিলেন : "যদি কাহারো কোনো জ্ঞানের কথা জানা থাকে, তবে তাহা বলা উচিত এবং যদি কাহারো কোনো কথা জানা না থাকে, তবে প্রশ্ন করা হইলে বলিবে : আল্লাহতায়ালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন। কারণ, ইহাও জ্ঞানেরই কথা যে, মানুষ যাহা জানে না, তাহা আল্লাহতায়ালাই সবিশেষ জানেন। আল্লাহতায়ালা হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফরমাইয়াছেন : হে রসুল! তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোনো প্রতিদান চাই না এবং কষ্টপ্রণোদিত বা বানোয়াটকারী নই।" ('বুখারী, কেতাবুল এলেম)

(৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আম্‌র বিন্ আস (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি : "আল্লাহতায়ালা মানুষ হইতে ছিনাইয়া হস্তগত করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ওফাত দিয়া জ্ঞান তুলিয়া নেন। এমন কি অবশেষে কোনো আলেম থাকে না এবং লোকেরা জাহেল অজ্ঞদিগকে তাহাদের ইমাম বা নেতা করিয়া নেয়। যখন তাহাদিগকে ধর্ম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাহারা না জানিয়া 'ফাতোয়া' (অভিমত) দেয় এবং নিজে বিপথগামী হয় এবং অন্যকেই বিপথগামী ও গোমরাহ্ করে।" ('বুখারী' কেতাবুল এলেম)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

ইহা সত্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার সময়। আল্লাহ্‌-তায়ালা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে পরীক্ষা করিতে চাহেন।

আন্তরিকতা এবং খেদমত প্রদর্শনের ইহা শেষ ও চূড়ান্ত সুযোগ যাহা মানবজাতিকে দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহার পরে আর কোন সুযোগ আসিবে না।

"এখন সময় সংকীর্ণ। আমি বার বার এই উপদেশ দিয়া আসিতেছি যে, কোন যুবক যেন এই ভরসা না করে যে, আঠার বা উনিশ বৎসর তাহার বয়স, এখনও অনেক সময় তাহার হাতে আছে। স্বাস্থ্যবান তাহার শক্তি ও স্বাস্থ্যের উপরে যেন গর্বান্বিত না হয়। তেমনি অন্য কোন ব্যক্তি, যে উত্তম অবস্থার অধিকারী, সে যেন তাহার ঐশ্বর্যের উপর আস্থাবান না হয়। যামানা বিপ্লবমুখী ও আবর্ত্তনশীল। ইহা আখেরী যামানা। আল্লাহতায়ালা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। এখন নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার সময়, এবং ইহা শেষ ও চূড়ান্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। এই সুযোগ ও সময় পুনরায় হাতে আসিবে না। এই সেই সময়, যে পর্যন্ত আসিয়া সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী নিঃশেষ হইয়া যায়। সেইজন্য সত্যপরায়ণতা ও নিষ্ঠা এবং খেদমত প্রদর্শনের ইহাই শেষ সুযোগ, যাহা মানবজাতিকে প্রদান করা হইয়াছে। এখন ইহার পরে আর কোন সুযোগ আসিবে না। অত্যন্ত হতভাগা হইবে সেই ব্যক্তি, যে এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারায়।

শুধু মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকার গ্রহণ কোন কিছুই নহে। বরং তোমরা চেষ্টা কর এবং আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদিগকে সত্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবানে পরিণত করেন। এ বিষয়ে অবহেলা ও শৈথিল্য করিও না, বরং সবিশেষ যত্নবান ও কর্মতৎপর হও এবং যে শিক্ষা আমি পেশ করিয়াছি, তাহা পালন করার চেষ্টা কর, এবং যে পথ আমি প্রদর্শন করিয়াছি উহাতে আগুয়ান হও। (হযরত সাহেবজাদা) আবদুল লতিফ (শহীদ রাঃ) এর আদর্শ ও দৃষ্টান্তকে সর্বদা দৃষ্টির সম্মুখে রাখ। দেখ, তাঁহার দ্বারা কিরূপে নিষ্ঠাবান, সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্তদের চিহ্নাবলী ও বৈশিষ্ট্যরাজী প্রকাশিত হইয়াছে। এই নমুনা খোদাতায়ালা তোমাদের উদ্দেশ্যে পেশ করিয়াছেন। (মালফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৩-২৬৪)

অনুবাদঃ মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

তরজমাতুল কোরআনের অবশিষ্টাংশ (১ম পাতার পর)

৬৬। এখন তোমরা কোন উজর করিও না, কারণ তোমরা নিশ্চয় ঈমানের পর কুফর করিয়াছ অতএব তোমরা সাজা ভোগ কর; যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করি তাহা হইলে অপর একদলকে আযাব দিব এই জন্য যে তাহারা অপরাধী। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাল্লাহুতায়ালা সুরা আলে-ইমরানের নিম্নলিখিত (৬৫ নং আয়াত) তেলাওয়াত করেন :—

قل يا هل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم
الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا
بعضا اربابا من دون الله ط فان تولوا اشهدوا
بانا مسلمون ٥

(অর্থাৎ : "তুমি বল যে, হে আহলে কেতাব। (ন্যূনপক্ষে) তোমরা এমন একটি কলেমার (কথার) দিকে আস যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। (উহা এই যে) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো ইবাদত করিব না এবং কোন বস্তুকে তাঁহার অংশীদার করিব না এবং না আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে প্রভু মানিব। অতঃপর যদি তাহারা মুখ ফিরায় তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা খোদার অনুগত।" (—অনুবাদক)

অতঃপর বলেন :—

ইহা ঐ আহবান যাহা একটি অভিন্ন কলেমার (কথার) দিকে আহলে কেতাবদিগকে জানান হইয়াছে. যাহারা ঐ কলেমা যাহা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাযেল করা হইয়াছিল. উহার একটি অংশের উপর অর্থাৎ অর্ধেকের উপর বিশ্বাস করিত। আজ হইতে চৌদ্দশত বৎসরের কিছু অধিক পূর্বে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ দ্বারা আহলে কেতাবদিগকে এই আহ্বান জানান হইয়াছিল। এই আয়াতে-করীমা, যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলা-ওয়াত করিলাম, ইহা একটি আজিমুশশান বিষয় বস্তুর সমন্বয়। আজিকার পৃথিবীর ঝগড়া-বিবাদ সমাধা করার জন্যও ইহা এমন একটি উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট নীতি দুনিয়ার সামনে পেশ করিতেছে, যাহার ফলশ্রুতিতে এই যুগের মানুষেরা তাহাদের বহু ঝগড়া-বিবাদ এবং অনেক মসিবত ও আযাব হইতে খুব সহজেই নিস্তার লাভ করিতে পারে। মানবজাতি

তাহাদের মতভেদের উপর জোর দিয়া ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করার পরিবর্তে এই অভিন্ন মতাদর্শ যাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মওজুদ রহিয়াছে, উহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত এবং উহার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন কায়েম করা উচিত।

ইহাই এই আয়াতে করীমার রুহ্‌ যাহার আলোতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম ঐ আহলে কেতাবদিগকে, যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিত, যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে গর্ব বোধ করিত, এবং যাহারা তাঁহার দুশমনিতে এমন কোন উপায় বা কোন পন্থা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করে নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে অথবা তাঁহার মান্যকারীদিগকে ধ্বংস করা যায়, তাহাদিগকে তিনি এই আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াইয়াছিল। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক উক্তি করিয়াছিল এবং সমগ্র আরবে নিন্দাকে প্রচার করিয়াছিল। তাহারা নোংরা ও মিথ্যা এবং নাপাক অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছিল। কখনো তাহারা তাঁহাকে যাদুকর বলিয়াছে, কখনো যাদুর শিকার বলিয়াছে, কখনো বলিয়াছে যে, যাদুর প্রভাবে এই ব্যক্তির কাণ্ড-জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। কখনো তাহারা তাঁহাকে প্রেমিক বলিয়াছে, কখনো বলিয়াছে উন্মাদ। আবার কখনো তাঁহাকে কবি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কখনো তাঁহার পবিত্র নামকে পরিবর্তন করিয়া মোজাম্মেম (নিন্দিত) বলিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। মুখের কথা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে যত প্রকারে মনঃকষ্ট দেওয়া যাইতে পারে, এই জাতীয় সর্বপ্রকার কষ্ট তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তলোয়ার দ্বারা যত প্রকারের আঘাত হানা যায়, এই জাতীয় সর্বপ্রকারের আঘাত তাঁহার দেহে হানা হইয়াছিল। বর্শাদ্বারা বুকে যত প্রকার আঘাত হানা যায় এবং আঘাত হানিয়া বুককে ঝাঁঝরা করিয়া দেওয়া যায়, ঐ সকল আঘাতও তাঁহার বুকে হানা হইয়াছিল। মানুষ এমন কোন কষ্টের কথা ভাবিতেই পারে না, যা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। দৃশ্যতঃ এইরূপ মনে হয় যে, ইহার পর "অভিন্ন মতাদর্শের" আর কোন অবকাশ থাকে না। দৃশ্যতঃ এইরূপ মনে হয় যে, এই দুইটি জাতি চিরকালের জন্য পৃথক হইয়া গিয়াছে ও একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হইয়াছে এবং এক স্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য তাহাদের আর কোন পথ খোলা নাই।

ঘৃণা-বিদ্বেষের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন জাতিকে মানবতার এই আজীমুশশান বাণী ও শিক্ষা দিলেন। يا هل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم (অর্থাৎ হে আহলে কেতাব! তোমরা এমন একটি কলেমার দিকে আস যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন)। এখনও এই "অভিন্ন মতাদর্শ" আমাদের মধ্যে মওজুদ আছে। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পার। কিন্তু তোমাদের খোদাকেতো তোমরা মিথ্যাবাদী মনে কর না। তোমরাতো তাঁহার প্রতি ভালবাসার দাবী রাখ। যদি তোমরা খোদার ভাল-

বাসার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহাহইলে আস, এই কলেমার (কথার) উপর আমরা একাত্মতা ঘোষণা করি এবং এই অভিন্ন ঘোষনাও করি যে আজ হইতে আমরা অন্য কাহারো ইবাদত করিব না এবং আমাদের রাব ব্যতীত অন্য কাহাকেও মাবুদ মনে করিব না। ইহা কলেমার অর্ধাংশ হওয়া সত্বেও এবং কলেমার অন্য অর্ধাংশের উপর তাহাদের ইমান না থাকা সত্বেও অর্থাৎ "মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্" কথার উপর তাহাদের বিন্দুমাত্র ইমান না থাকা সত্বেও, যাহা ছিল তাহাদের সকল দুশমনীর কারণ, তথাপি হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সকল ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া উপরোক্ত "অভিন্ন মতাদর্শের" প্রতি জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

আজ আমি যাহাদিগকে সম্বোধন করিতেছি তাহারা কলেমার উভয় অংশের উপর ঈমান রাখে এবং তাহারা এই কথাও স্বীকার করে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এবং এই কথাও দাবী করে যে, "মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার রসুল"। ইহা সত্বেও কলেমার এই দুইটি অংশের দরুন তাহারা ভালবাসার পরিবর্তে শত্রুতার বীজ ছড়াইতেছে ও দুশমনীর বীজ বপন করিতেছে এবং ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াইতেছে। আজ এই আলেমরা, যাহারা রসুল-প্রেমিক ও খোদা-প্রেমিক হওয়ার দাবী রাখে, তাহারা কলেমার প্রথম অংশকেও এইরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেছে এবং উহার দ্বিতীয় অংশকেও এইরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেছে যে, আহমদীদের ঘর বাড়ীতে, আহমদীদের মসজিদসমূহে এবং তাহাদের মেহরাব ও মিম্বারে যেখানেই তাহারা কলেমা লিখিত দেখিতে পায়, তাহাদের হৃদয় ঘৃণা, ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে। ইহা অদ্ভুত এক যুগ! কলেমা কি? কলেমাতো খোদা ও বান্দার মধ্যে পরিপূর্ণ মিলনের নাম। কলেমাতো হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঐ মিলনের বিকাশ যাহা খোদার সহিত বান্দাকে মিলিত করিয়া দিয়াছে এবং যাহার উর্দ্ধে মিলনের আর কোন মোকাম নাই। কলেমাতো ঐ দীপ-শিখা যাহা অন্ধকারকে আলোকোজ্জল করিয়া দেয়। কলেমাতো ঐ জীবন-বারী (জীবন রক্ষাকারী পানি) যাহার দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা জীবন লাভ করে! এবং যাহার দ্বারা জীবিতরা এইরূপ চিরস্থায়ী জীবনের সৌভাগ্য অর্জন করে, যে জীবন মৃত্যুর নিকট অপরিচিত! ইহাতো কলেমাই যাহা আকাশকেও প্রদীপ্ত করিয়াছে এবং জমীনকেও প্রদীপ্ত করিয়াছে।

ইহাই ঐ কলেমা যাহা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ হইয়াছিল। উহা কলেমাই ছিল, যাহার ভিত্তিতে ঐ যুগে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি বিপদজনক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল, তখন কি সুন্নী, কি অসুন্নী, কি শিয়া, কি বেরেলবী, কি গয়ের বেরলবী এবং কি আহমদী সকলেই এই কলেমার হেফাজতের জন্য এবং একটি স্বদেশভূমি কায়েম করার জন্য মরিয়া হইয়া এক জেহাদে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই জেহাদের প্রথম সারিতে আহমদীরা ঐ ভাবেই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, যেভাবে কলেমা-এ-তৌহীদের জন্য অপরাপর নিবেদিত ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ জীবন এই মরণপণ জেহাদে কোরবান

হইয়াছিল। এত রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, যদি এই রক্ত নদীতে প্রবাহিত হইত তাহা হইলে নদীর পানি লাল হইয়া যাইত। অগণিত শিশু এতিম হইয়াছিল। অগণিত স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছিল। কিন্তু এই জাতি কলেমা-এ-তৌহীদ ত্যাগ করে নাই এবং ইহা কলেমা-এ-তৌহিদের বরকত ছিল যে, ঐ তৌহীদ যাহা এক সময় আকাশে ছিল, উহা জমীনে অবতীর্ণ হইল। এই কলেমাই মুসলমানদিগকে এই উপমহাদেশে একটি মিল্লাতে-ওয়াহেদায় পরিণত করিয়াছিল। এই কলেমার বরকতই পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছিল।

ঐ সকল আলেম যাহারা ইসলামের নামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল, তাহাদের শক্তিকে কলেমা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। যে মহান জনগণের প্লাট ফরমে দাঁড়াইয়া তাহারা কায়েদে আজমকে ও পাকিস্তানকে গালাগালি করিত এবং যে প্লাট-ফরমকে তাহারা মজবুত ও শক্তিশালী মনে করিত, উহা প্রবাহমান বালুকারাশির মত তাহাদের পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল! সমস্ত উম্মতে মোসলেমা কলেমার নামে কায়েদে আযমের চতুর্দিকে একত্রিত হইয়া গেল। ঐ সকল শহীদ যাহারা এই দেশের জন্য জীবন দিয়াছিল, তাহাদের ধ্যান-ধারনায় এবং তাহাদের কল্পনায়ও এই কথা আসিতে পারিত না যে, এইরূপ দুর্ভাগ্যজনক যুগও আসিবে এবং এইরূপ মন্দ দিনও এই পবিত্র মাতৃভূমিকে দেখিতে হইবে যে, ইসলামের নামে সরকারের কর্মচারীরা, কি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি পুলিশের সিপাহী, কি হাবিলদার এবং কি দারোগা—সকলে বালতিতে কালি ভরিয়া এবং হাতে ব্রাশ লইয়া কলেমা মুছিয়া ফেলার জন্য বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের সংগে মৌলভীদের একটি দল থাকিবে, সংগে তাহাদের কিছু চেলা চামুণ্ডা থাকিবে এবং তাহারা এই শ্লোগান দিতে থকিবে যে "আমরা কলেমা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার জন্য যাইব এবং আমরা কলেমা নিশ্চিহ্ন করিয়াই ছাড়িব, আমরা গম্বুজ ভাংগিয়া ফেলিতে যাইব এবং আমরা গম্বুজ ভাংগিয়া ছাড়িব, আমরা কেবলাহ্‌ বদলাইয়া দিতে যাইব এবং আমরা কেবলাহ্‌ বদলাইয়াই ছাড়িব।" পাকিস্তানকে এই মন্দ দিনও দেখার দুর্ভাগ্য হইল। ইহা কোন কল্পিত কাহিনী নয়, যাহা আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। এই শ্লোগান প্রকৃতপক্ষে বহু দেওবন্দী মসজিদ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে এবং ইহা বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের সভা-সমিতিতেও এই শ্লোগান ধ্বনিত হইতেছে। তাহাদের ব্যক্তিগত মাহফেলেও এই সকল কথাবার্তাই হইতেছে যে, ইহা ঐ শ্লোগান যাহা জন-সাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট করিবে।

এই সকল শ্লোগানের বরকতে এবং এই সকল শ্লোগানের বলে তোমরা মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। মিথ্যা কি? মিথ্যা হইতেছে কলেমা-এ-তৌহিদ—"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুলাহ"। এখন তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। এবং যাহারা ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চায় তাহারা জেহাদের ধারণা লইয়া ইহাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহারা বলে, "আমরা মাথায় কাফন বাধিয়া বাহির হইব। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। দুনিয়ার

কোন শক্তি আমাদের কদমকে রুখিতে পারিবে না। আমরা যাইব এবং আহমদীদিগকে হত্যা করিয়া ও ধ্বংস করিয়া পাকিস্তানের রাস্তা-ঘাটে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিব এবং তাহাদের মসজিদের দিক পরিবর্তন করিয়া দিব। তাহাদের কেবলাহ্‌ বদলাইয়া দিব। কলেমা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব এবং যে গম্বুজ মসজিদের ছবি ধারণ করিয়া আসমানের সহিত তৌহীদের কথা বলে ঐ গম্বুজ আমরা ভাংগিয়া ফেলিব।" এই যুগ অদ্ভুতরূপে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব যুগের কোন মানুষের ধ্যান-ধারনায়ও এই সকল কথা আসিতে পারিত না।

এক সময় ছিল যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) বিদ্রোহীদের সংগে যুদ্ধে রত ছিলেন। ভয়ানক অসদুদ্দেশ্যে আরবে একটি নেগায়েত ভয়াবহ বিদ্রোহ ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল। গোত্রগুলির মধ্যে এত উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়াছিল যে, দলে দলে লোকেরা মদিনাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছিল এবং তাহারা ইসলামের নামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপ ভয়ংকর ভীতিপ্রদ সময়েও হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজ মোজাহিদদিগকে এই নির্দেশ দান করিলেন যে, "যদি খোদা তোমাদিগকে বিজয় দান করেন এবং অনিবার্যরূপে খোদা তোমাদিগকে বিজয় দান করিবেন, তাহা হইলে যে সকল লোকেরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কেবলাহ্‌র দিকে মুখ করে তাহাদিগকে কিছু বলিবে না। যাহারা আমাদের নামাজ আদায় করে, তাহাদিগকে কিছু বলিও না! যাহারা আমাদের জাকাত আদায় করে, তাহাদিগকে কিছু বলিও না।" আর আজ কোথায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নাম লইয়া বলা হইতেছে এবং তাঁহার হাওয়ালা দিয়া বলা হইতেছে যে, যাহারা এই কেবলাহ্‌র দিকে মুখ করে তাহাদের গর্দান কাটিয়া দাও যতক্ষণ পর্যান্ত না তাহারা কেবলাহ্‌ পরিবর্তন করে এবং যাহারা ইসলামী নামাজ আদায় করে, তাহাদিগকে মারিতে মারিতে হত্যা করিয়া ফেল যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা এই নামাজ ছাড়িয়া দেয় যাহা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামাজ। যাহারা ইসলামী যাকাত দেয়, তাহাদের যাকাত তাহাদের মুখের উপর ছুড়িয়া দাও এবং তাহারা যেই হাত দ্বারা যাকাত দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহাদের সেই হাত কাটিয় দাও। এই দুইটি কি একই ঘোষণা?!

যখন জাতি পাগল হইয়া যায় তখন তাহাদের কোন হুঁশ থাকে না, তাহারা কি করিতেছে। ইহা أم على قلوب أقفالها এর দৃশ্য। ইহারা কোরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না অথবা ইহাদের হৃদয়ে তালা লাগিয়া গিয়াছে। আজ এইরূপ একটি অবস্থার মধ্যে হতভাগ্য পাকিস্তান অতিক্রম করিতেছে, যেখানে আলেমদের একটি শ্রেণীও সরকারের নেতৃত্বে এবং সরকারের ছত্রছায়ায় এই জুলুমের কাজ করিয়া চলিয়াছে। কেহ নাই যে তাহাদিগকে বাধা দেয় এবং কেহ নাই যে তাহাদিগকে বুঝায়, দেখ, তোমরা নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করিও না। কলেমা যাহারা নিশ্চিহ্ন

করে, খোদার তকদীর সদাসর্বদা তাহাদিগকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। কিন্তু তাহারা দিনের পর দিন চিন্তা করার পরিবর্তে, বুঝার পরিবর্তে, এবং বার বার হুসিয়ার করা সত্বেও আমল করার পরিবর্তে, তাহারা তাহাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়া-কলাপে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের শ্লোগান খুবই জালেমানা ও ভয়াবহ শ্লোগানে পরিণত হইয়াছে, যাহার সহিত ইসলামের দুরতম কোন সম্পর্ক নাই।

তদুপরি তাহারা এইরূপ লোক যাহারা নিজ প্রভুর সম্মানের প্রতিও কোন খেয়াল রাখে না। ইহারা যাহাদের খায় তাহাদের বদনামী করিতেও কোন পরওয়া করে না। বস্তুতঃ এই দেওবন্দী আলেমরাই, যাহারা বর্তমানে নিজেদের হস্তে কলেমা নিশ্চিহ্ন করার পতাকা উত্তোলন করিয়াছে, ইহারা নিজেদের মজলিসে এবং নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মুখে বড়ই বাগাড়ম্বরের সহিত এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, 'আমাদের সামনে আহমদীরা কি? ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আমাদের সংগে রহিয়াছে। আমরা জেলে থাকিলেও মন্ত্রণালয়ের সংগে টেলিফোনে আমাদের আলাপ হয় এবং তাহারা আমাদের নিকট খবর পাঠায় এবং আমাদের প্রতিনিধিত্বস্বরূপ কাজ করে। এই আহমদীরা কি এবং ইহাদের কলেমাই বা কি?! ইহাদের শক্তি সামর্থের কথাও সব গল্প। গোটা সরকারী যন্ত্র আমাদের সাথে রহিয়াছে।' ইহারা দম্ভ ও বাগাড়ম্বর করার সময় এতটুকু ভয় করে না এবং এতটুকু লজ্জা করে না যে, তাহারা যাহাদের খায় তাহাদের যেন সম্মানের খেয়ালও করে। তোমরা কেন তাহাদের দুর্নাম করিতেছ? যে সরকার বিশ্ব জুড়িয়া এলান করিতেছে যে, 'ইহার (অর্থাৎ পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী ক্রিয়া কলাপ) সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, আমরা বাধ্য হইয়াছি এবং মৌলভীরা আমাদের উত্ত্যক্ত করিতেছে,'—ঐ সরকার সম্বন্ধে ঐ সকল কর্মচারীরাই খোলাখুলিভাবে সদম্ভে এই সকল কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। এই ব্যাপারটি বিস্তার লাভ করিতেছে এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ ধীর ধীরে ইহা অবগত হইতেছে যে, ব্যাপারটি আসলে কি এবং কি নাটকের অভিনয় করা হইতেছে। বস্তুতঃ অদ্ভুত কথাবার্তা ইহারা প্রচার করিতেছে। আল্লাহই উত্তম জানেন ইহার মধ্যে কতটুকু সত্যতা রহিয়াছে। কিন্তু যাহা কিছু এ যাবত ঘটিয়াছে তাহা বুঝার জন্য ইহারা নিশ্চয়ই উহার চাবি কাঠি মানুষের হাতে তুলিয়া দিয়া থাকে।

সুতরাং এখন ইহাই বলা হইতেছে যে আমরা তো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে নিয়মিত রূপে এই নির্দেশ পাইতেছি যে, তোমরা খোলাখুলিভাবে সরকারকেও গালাগালি করিতে পার এবং এই এলান কর যে, যদি জিয়া সাহেব এবং গভর্ণর সাহেব আমাদের কথা না মানে তাহা হইলে আমরা রক্তের নদী বহাইয়া দিব, যেন কলেমা লেখা একটা মহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই মর্মে জোরালো আইন পাশ করার জন্য সরকারের নিকট যেন কিছু বৈধ কারণ থাকে। অতএব যখন আমরা প্রকাশ্যে বলিতেছি তখন পুলিশের কোন শক্তি নাই যে, তাহারা আমাদের কিছু করিতে পারে। কেননা সরকার বলিতেছে যে গালাগালি

কর এবং ইহা বুঝানোর জন্য গালাগালি কর যে, তোমাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। একদিকে নিজেদের মান-সম্মানের জন্য সরকারের এত চিন্তা এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে হীন প্রতিপন্ন না হওয়ার জন্য এত খেয়াল যে, তাহারা নিজেদের দেশে গালাগালি খাইতেছে এবং অন্যদিকে এই কর্মচারীরা এত হতভাগ্য ও নির্লজ্জ যে, যেই ইজ্জতের জন্য তাহারা গালাগালি খাইতেছে, ঐ ইজ্জতকে তাহারা তাহাদের নিজেদের হাতেই ধ্বংস করিয়া দিতেছে। তাহারা গালাগালিও করিতেছে এবং ইহাও বলিয়া বেড়াইতেছে যে 'ইহার মধ্যে প্রকৃত কুকীর্তি কাহাদের, ষড়যন্ত্র কোথায় তৈয়ার করা হইতেছে, কোথায় ইহার লালন-পালন হইতেছে এবং কেন আমরা এই কাজ করিতেছি!'

একদিকে তাহারা এই সরকারের বদনাম করিয়া চলিয়াছে এবং অন্যদিকে সৌদী সরকারের বদনাম করিয়া চলিয়াছে এবং তাহারা প্রকাশ্যে বলিতেছে যে, যদি বর্তমান সরকার আমাদের সংগে নাও থাকে তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেননা সৌদী আরব হইতে আমাদের পয়সা আসিতেছে। এই দেশের উপর সৌদী সরকারের প্রভাব-প্রতিপত্তি রহিয়াছে। অতএব কাহারো কি ক্ষমতা আছে যে আমাদের কথা অমান্য করে? বস্তুতঃ তাহারা এই কথাও বলিতে শুরু করিয়া দিয়াছে যে, 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ও সৌদী আরবের সংগে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে। যদি জিয়া সাহেব অথবা কতিপয় জেনারেল মনে করে যে তাহাদের নিকট ক্ষমতা রহিয়াছে এবং যদি তাহারা চায়ও তথাপি এখন তাহারা আমাদের কথা ফেলিয়া দিতে পারিবে না। কেননা প্রকৃত ক্ষমতার যে axis (চক্র) কায়েম হইয়াছে, উহা হইল আমাদের সংগে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সৌদী আরবের সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে এবং সৌদী আরবের পশ্চাতে আমেরিকার শক্তি রহিয়াছে। এইজন্য বর্তমান সরকারের ক্ষমতা নাই যে তাহারা আমাদের কোন কথা রদ করে।' অতএব ইহারা তাহাদেরও বদনাম করিতেছে।

বর্তমান সরকার সম্বন্ধেতো আমি অবগতই নই যে, ইহা কি ব্যাপার এবং কতখানি ও কেন তাহারা এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে দিতেছে অথবা তাহারা এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। কিন্তু সৌদী সরকার সম্বন্ধেতো আমি ধারনাও করিতে পারি না যে, কলেমা-তৌহিদ নিশ্চিহ্ন করার কোন ষড়যন্ত্রে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সৌদী আরব সরকারতো উহা, যাহা ঐ সময় অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল যখন শেরেক খানা-কাবাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, যখন খানা-কাবায় নেহায়েত অন্যায় কাজ কর্ম হইতেছিল যাহার সহিত ইসলামের কোন দূরতম সম্পর্ক ছিল না, ঐ সময় তাহাদের পিতামহ ইসলামের খেদমতের জন্য এই আজীমুশশান কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, তিনি মৌলানা আবদুল ওয়াহাবের সহিত মিলিত হইয়া শেরেককে নির্মূল করার জন্য একটি আন্দোলন চালাইলেন যাহা ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করিতে করিতে সমগ্র আরবকে নিজ গণ্ডীর মধ্যে লইয়া আসিল। হেজাযের মাটি হইতে এই আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াছিল এবং উহা বিস্তার লাভ করিতে করিতে হেজাযের মাটি হইতে বাহির হইয়া উহার চতুর্দিকের এলাকাতেও ছড়াইয়া পড়িল।

কলেমা তৌহীদের ফলশ্রুতিতে তাহারা এত আজীমুশশান শক্তির অধিকারী হইয়াছে। আজ তাহারা যত ধন-সম্পদের মালিকই হইয়া থাকুক না কেন, পৃথিবীতে তাহাদের যত প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকুক না কেন, তাহারা যদি এতটুকু চিন্তাও করে তাহা হইলে দেখিবে যে এই সকল ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই কলেমা-তৌহিদেরই বরকত। যদি তৌহিদের হেফাজতের জন্য ইহারা জেহাদ শুরু না করিত, তাহা হইলে খানা-কাবা ও হেজায, যে স্থান হইতে আজ তেলের ফোয়ারা নির্গত হইতেছে, উহা অধিকার করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিশ্চয়ই ইহা অসম্ভ নয় যে আল্লাহ, যিনি তৌহীদের জন্য অশেষ গয়রত (মর্য্যাদাবোধ) পোষণ করেন, তিনি তাহাদের ঐ একটি নেকী— যে কোন এক যুগে তাহারা কলেমা তৌহীদের জন্য জীবন বাজী রাখিয়াছিল, উহার বিনিময়ে আজ তাহাদিগকে অগণিত ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভব এবং কিরূপে ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, সৌদী আরবের এই খানদান, যাহারা তৌহীদের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহারা তৌহীদের নামে সব কিছু লাভ করিয়াছে, যাহারা তৌহীদেরই বরকত ও তৌহীদেরই খয়রাত আজ পর্যন্ত খাইয়া চলিয়াছে, আজ তাহারা এইরূপ পাগল হইয়া যাইবে যে কলেমা-তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র খানা-কাবা হইতে প্রনয়ণ করা হইবে? ইহা অসম্ভব।

আমরা জানি যে ইহারা (পাকিস্তানের আলেমরা) মিথ্যাবাদী। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, পাকিস্তানের আলেমরা এক ভিন্ন ধরণের জীব। যদি সব মৌলভী নাও হয়, তবে দেওবন্দী মৌলভীদের কার্য্যকলাপ ভাল করিয়াই জানি। ইহারা এত মিথ্যা কথা বলে, যেমন দুধের শিশু দুধ পান করে (অর্থাৎ ইহারা হর-হামেশা মিথ্যা কথা বলে)। ইহারা মিথ্যার উপর মিথ্যা বলিতে থাকে। যদি কেহ 'মুনির তদন্ত' রিপোর্ট' পড়িয়া থাকেন, তবে তিনি ইহাদের কার্যকলাপ সম্ভতঃ কিছুটা বুঝিতে পারিবেন। আপনারা পড়িয়া দেখুন কিভাবে বিচারপতি মুনির ও বিচারপতি কায়ানী, যাহারা আহমদী ছিলেন না, যাহারা বড়ই মর্য্যাদাশালী বিচারক ছিলেন, যাহাদের আদালতের কাহিনী আজও সারা পৃথিবীতে খ্যাত এবং যাহাদের বিচার-ক্ষমতা ও বিচারের জ্ঞান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহারা বড়ই হিম্মত ও সাহসের সহিত লিখেছেন যে, ইহারা তো ঐ সমস্ত লোক যাহারা সহজে বিক্রয় হইয়া যায়। এবং যাহারা সর্বদা পাকিস্তানের দুশমনদের হাতে ক্রীড়নক এবং যখনই ইহারা পাকিস্তানের দুশমনদের নিকট হইতে টাকা পয়সা পাইয়া থাকে, তখনই ইহারা পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিক্রয় হইয়া যায়। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা শহীদগঞ্জ মসজিদের গাজী।

ইহা জাতির এক অদ্ভুত দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের স্মরণশক্তিতো এত দুর্বল ও এত ক্ষীণ যে প্রতিবারই তাহারা ইহাদিগকে ভুলিয়া যায়। কোন আহমদীর স্মরণশক্তি তো এত দুর্বল নয়। সুতরাং কোন মতেই আমি ইহা মানিতে প্রস্তুত নই যে, সৌদী আরব কলেমা-তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করার

ষড়যন্ত্রে ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। অতএব তাহারা সরল বিশ্বাসে—এবং তাহাদের ইহারা তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা বলিতেছে। তাহাদের নিকট যাইয়া ইহারা অন্য কোন কথা বলিতেছে—জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন ইহাদিগকে সম্ভবতঃ টাকা পয়সা দিয়া থাকিবে। ইহা আমি অস্বীকার করি না। কেননা সমগ্র বিশ্বে যে কোন জায়গাতেই তাহারা মনে করে ইসলামের খেদমত হইতেছে, তাহারা সেইখানেই অর্থকড়ি বিতরণ করিতেছে: জাপান পর্য্যন্ত সৌদী আরবের টাকা পৌঁছিয়াছে। কোরিয়ায় সৌদী আরবের টাকা পৌছিয়াছে, মালয়েশিয়ায় পৌছিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছিয়াছে। সৌদী আরবের টাকা বাংলাদেশে পৌঁছিতেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এবং আফ্রিকান দেশসমূহে সৌদী আরবের টাকা ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে কোন জায়গায়ই কোন মুসলিম-সংগঠন যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ইসলামের খেদমতে আমরা কোন কাজ করিব এবং যখন তাহারা সৌদী আরব সরকারের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে ইহা ইসলামের খেদমতের কাজ, তখন তাহারা তাহাদের ধনভাণ্ডার খুলিয়া দেয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ইহা কিরূপে মানিয়া লইব যে তৌহীদের পতাকাধারী এবং তৌহীদের খয়রাতপুষ্ট এই সৌদী আরব ঐ ধন-সম্পদ, যাহা তাহারা তৌহীদের বরকতেই পাইয়াছে, উহা তাহারা তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করার জেহাদে এবং প্রচেষ্টায় ব্যয় করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে? ইহা অসম্ভব। ইহা হইতেই পারে না। অনিবার্য্যরূপে ধোকা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এই যুগে আজ ইহা হইতেছে।

সমস্ত পৃথিবীকে ইহা জানানো প্রয়োজন যে বর্তমানে পাকিস্তানের চেহারা কি রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য এবং ইহার অস্তিত্বকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহা অনিবার্যরূপে একটি শয়তানী চাল। কেননা যে কোন মুসলমান, সে যত দুর্বলই হোক না কেন, তাহারও এই জ্ঞান থাকা তো উচিত যে, কলেমা-তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে খোদা কখনো সহায়তা দান করিতে পারেন না এবং ইহাকে কখনো কৃতকার্য্য হইতে দিতে পারেন না। যদি কোন দেশ এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে ঐ দেশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু কলেমা-তৌহিদকে কখনো বিনষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না। এইজন্য যখন ইহারা কলেমার উপর আক্রমণ চালায় তখন জনসাধারণ জানে না যে ইহারা তৌহিদে-বারিতায়ালার উপর অক্রমণ চালায় এবং ইহারা ঐ দেশের উপর আক্রমণ চালায় যেখানে এই ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করা হইতেছে। অতএব চোখের সম্মুখে খুবই মন্দ দিন আসিতে দেখিতেছি এই হতভাগ্য দেশের জন্য, যেখানে এই ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করা হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ ধ্বনিত হইতেছে না বা কোন ফলপ্রসূ আওয়াজ উঠানো হইতেছে না। কিন্তু, না ইহারা অবগত আছে, না ইহাদের নেতারা অবগত আছে এবং না ইহাদের প্রভুরা অবগত আছে যে, আল্লাহর তকদীর পর্দার অন্তরালে নিশ্চিতরূপে কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহারা এখনো দেখিতে পাইতেছে না যে কি হইতেছে। কিন্তু একটি আজীমুশশান এলাহী তকদীর রহিয়াছে, যাহা অন্তরালে একটি বিপরীত স্রোত প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

কখনো পাকিস্তানের ইতিহাসে এই ঘটনা ঘটে নাই যে, আহমদী বিরোধী আন্দোলনের দিনগুলিতে প্রকাশ্যভাবে কোন কোন মসজিদ হইতে আহমদীয়তের সমর্থনে এলান শুরু হইয়া যাইবে অথবা জনসাধারণ এবং শিক্ষিত লোকদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় এই কথা বলা শুরু হইয়া যাইবে যে তাহারা (আহমদীরা) সত্যের উপর রহিয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংসকারীরা মিথ্যা বলিতেছে। ইহারা নিজেদের জাহেলিয়তের দরুন এখন ঐখানে পা রাখিয়াছে যেখানে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং এমনিতেই বিষয়টি প্রকাশিত হইতেছে, এবং জনগণের নিকট খুব প্রকাশিত হইবে যে সত্য ধর্ম কাহাদের এবং পবিত্রকরণের জন্য তীর্থস্থান কাবা না হরিদ্বার। ইহারা তো এখন হরিদ্বারের কথা বলিতেছে। এক যুগ ছিল যখন ইসলামী সরকার সোমনাথকে ধ্বংস করার জন্য এবং কলেমা তৌহিদকে মন্দিরের উপর পাহাড়ের উপর, উপত্যকার উপর এবং পর্বতমালার উপর বিশেষ দীপ্তি ও উজ্জ্বলতার সহিত লেখার জন্য জেহাদ করিত। আজ এই যুগ আসিয়াছে যে, সোমনাথী শক্তি ইসলামের নামের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং আক্রমণ চালাইতেছে কলেমার উপর। যাহা হউক মানুষ যতই গাফেল হউক না কেন এত অন্ধতো তারা নয়। সুতরাং বর্তমানে পাকিস্তানের খবর অনুযায়ী সেখানে খুব প্রকাশ্যে একটি গভীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং উহা দিনের পর দিন SURFACE এর দিকে অর্থাৎ বাহিরের স্তরের দিকে ক্রিয়াশীল হইয়া চলিয়াছে। উহার কম্পনকে এই জাহেলেরা অনুভব করিতেছে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এবং কোথাও কোথাও উহার বুদবুদ উঠিতেও আরম্ভ করিয়াছে।

সুতরাং ইহাও একটি Irony of Fat অর্থাৎ ইহাদের অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে, ঐ বেরলবী যাহাদিগকে ইহারা মোশরেক বলিত, ঐ বেরলবী যাহাদের সম্বন্ধে ইহারা বলিত যে ইসলামের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, ইহারাতো বেনারসের পণ্ডিত, ইহারাতো মূর্তিপূজারী, ইহারা তো কবর সেজদাকারী, আমরা হইলাম দেওবন্দী যাহারা কলেমা তৌহিদ হেফাজতকারী, আজ এই দেওবন্দীদের সহিত কুদরত এক অদ্ভুত খেলা খেলিতেছে যে, ইহারা কলেমা-এ-তৌহিদের নিশ্চিহ্নকারীতে পরিণত হইতেছে এবং বেরলবী মসজিদগুলি হইতে ইহাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা হইতেছে যে, কিছু লজ্জা কর, আহমদীরা যাহা কিছুই হউক না কেন, কলেমা-এ-তৌহিদতো লেখে এবং কলেমা-এ-তৌহিদের খাতিরে তাহাদিগকে মারা হইতেছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মারা যায়, তাহাদিগকে আমরা শহীদ বলিব না। হাঁ, যদি শহীদ বলিতে হয় তাহা হইলে যাহারা কলেমা-এ-তৌহিদের নিশ্চিহ্নকারীদিগকে বাধা দান করিতে গিয়া মারা যাইবে, তাহারা শহীদ। এই এলানও বেরলবী মসজিদগুলি হইতে শুরু হইয়া গিয়াছে এবং আমি দেখিতেছি যে এই আওয়াজ বৃদ্ধি পাইবে। কেননা বেরলবীরা যেমন লোকই হোক না কেন, খোদা ও মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি তাহাদের মহব্বত নিশ্চয় আছে। তাহাদের মহব্বতে আতিশয্য আছে। আমি ইহা অস্বীকার করি না। যখন মহব্বত দীর্ঘকাল ধরিয়া বলগাহীনভাবে একই

পথে চলিতে থাকে তখন মহব্বত বৃদ্ধি পাইয়া আতিশয্যে পরিণত হয় এবং উহা তখন বাস্তব সত্যকেও পরিবর্তন করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার পরেও এই কথা বলা ঠিক হইবে যে, আতিশয্য থাকিলেও উহা মহব্বতের আতিশয্যইতো। উহার বিপরীত কোন আতিশয্য নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওহাবী এবং বেরলবীরা কলেমা তৌহীদের নামে এইরূপ অতিশয্য ইখতিয়ার করিয়াছে যে, হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাঁটি প্রেম এবং আল্লাহর মহব্বতের নূর হইতেও তাহারা গাফিল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের হৃদয়ে প্রেমশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের হৃদয় এরূপ হইয়া গিয়াছে যেখানে বাসার (পাখীর বাসা) আকৃতিতো এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে জীবিত কোন পাখী মওজুদ নাই। ঐ মহব্বতের পাখীর ডানার ঝাপটা যদি বাসার মধ্যে অনুভব করা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাসার মধ্যে জীবনের সৃষ্টি হয়। মহব্বতের এই ঝাপটা এখন তাহাদের হৃদয়ে অবশিষ্ট নাই। যদি সামান্যতম ভালবাসাও তাহাদের হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইলে মুখ হইতে এই কথা বাহির করিতে তাহারা মরিয়া যাইত যে, "আমরা কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে যাইব এবং কলেমা নিশ্চিহ্ন করিয়াই ছাড়িব, আমরা কেবলাহ্‌ বদলাইতে যাইব এবং কেবলাহ বদলাইয়াই ছাড়িব।" কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বেরলবীরা আতিশয্য ইখতিয়ার ভুলের শিকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ঠিক। কিন্তু যাহা হউক তাহাদের এই আতিশয্য মহব্বতের আতিশয্য এবং তাহাদের মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের প্রেম এবং খোদা-প্রেম আহমদীয়তের দুশমনীর উপর বিজয় লাভ করিতেছে! যদিও তাহারাও আমাদের ঘোর শত্রু, যদিও তাহাদের চক্ষুও আমাদের উন্নতি দেখিতে চাহে না, কিন্তু এই মহব্বতের বিজয় এইরূপ যে উহা ঘৃণাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। তাহারা আজ সোচ্চার হইয়া বলিতেছে যে, যাহারা বলে কলেমা নিশ্চিহ্ন করা উচিত তাহারা মিথ্যাবাদী। কোন কাফেরের মুখ হইতেও যদি কলেমা বাহির হয় তাহা হইলে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত, কেননা ইহাতো আমাদের প্রিয়ের নাম এবং ইহাতো খোদার তৌহীদের ঘোষণা। কোন মোশরেকও যদি এই এলান করে তাহা হইলে আমাদের হৃদয় খুশীতে বাগবাগ হইয়া যাওয়া উচিত যে, দেখ, আল্লাহর তৌহীদের এলান এই মোশরেকের মুখ হইতেও বাহির হইতে শুরু হইয়াছে।

অতএব এই আওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কিন্তু এই সরকার জানে না যে কি হইতেছে, খোদার তকদীর কিভাবে ইহাদের সহিত খেলা করিতেছে এবং খোদার তকদীর ইহাদের সম্বন্ধে কি সংকল্প পোষণ করে। ঐ সকল হতভাগ্য, যাহারা নিজদিগকে তৌহীদের পতাকাধারী বলা সত্বেও সামান্য অর্থের খাতিরে তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উদ্যত হইয়া পড়িয়াছে এবং মোস্তফার মর্যাদার নামে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ওয়াসাল্লামের নামের উপর কালি লেপটাইয়া দিতে পরওয়া করে না, তাহারাও ইহা অবগত নয় যে পাকিস্তানের জন্য খুবই ভীতিপ্রদ এবং ভয়াবহ দিন আসিতেছে।

কিন্তু আমি পাকিস্তানের জনগণের নিকট আপীল করিতেছি, তাহারা বেরলবীই হউন, দেওবন্দীই হউন, তাহারা শিয়াই হউন অথবা যে কোন শ্রেণীর সংগেই সম্পর্ক রাখুন না কেন—তাহারা সরাসরি আলেমদের খেলায় জড়াইয়া পড়িবেন না। বেরলবী, দেওবন্দী, ওহাবী এবং অন্যান্য ফেরকা নির্বিশেষে সাদাসিদা মুসলিম জনগণের সহজ সরল ঈমানে কলেমার জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। যদি তাহারা গরীবও হয়, তথাপি তাহাদের ছিন্ন কাঁথায় কলেমা মনি-মানিক্যের মত ঝিলিক দিতেছে। ইহাই ঐ শেষ বস্তু যাহা তাহাদের জীবনের পুঁজি, যাহাকে তাহারা অশেষ ভালবাসে।

সুতরাং আমি তাহাদিগকে এই ভালবাসার দোহাই দিয়া বলিতে চাহিতেছি, উঠ, জাগ্রত হও এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ কর। জাগ্রত হও এবং সক্রিয় হও। যদি তোমরা যথা সময়ে সক্রিয়, না হও তাহা হইলে, খোদার কসম, খোদার তকদীর তোমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া পড়িবে এবং এই দেশকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে, যাহা আজ কলেমাকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হইয়াছে। যে দেশকে কলেমা জন্ম দিয়াছিল, ঐ কলেমায় এত শক্তি আছে যে, আজ এই কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যদি সমগ্র দেশও একত্রিত হইয়া যায়, তথাপি এই কলেমাই জয়যুক্ত হইবে এবং এই দেশ এই কলেমার হাতে টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, যে দেশকে কোন এক যুগেএই কলেমাই জন্ম দান করিয়াছিল। আল্লাহ এইরূপ সময় হইতে আমাদিগকে বাঁচান ও রক্ষা করুন এবং এই জাতিকে জ্ঞান দান করুন এবং তাহাদের তালাকে ভাংগিয়া ফেলুন। ইহারা হুঁস প্রাপ্ত হউক এবং জাগ্রত হউক যে, ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় চলিয়া গেল! আমীন।

খোৎবা সানীয়ায় হুজুর বলেন:

এই খোৎবায় মূলতঃ সামগ্রীকভাবে জাতিকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহাতে আহমদীদের জন্য পৃথকভাবে বিশেষ কোন পয়গাম তো ছিল না। কিন্তু আমি ইহা জানি এবং প্রত্যেক আহমদী ইহা জানে। এই জন্য আহমদীদের জন্য স্বতন্ত্র কোন পয়গামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই। কেননা আহমদীরা কোন মূল্যেই কলেমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। তাহাদের জীবন তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু তাহারা কলেমাকে ত্যাগ করিবে না। তাহাদের আত্মা এই মরদেহ ত্যাগ করিয়া আকাশচারী হইতে পারে। কিন্তু কলেমাকে সাথে লইয়াই তাহারা আকাশপানে গমন করিবে এবং ইহা অসম্ভব যে, তাহাদের আত্মার সহিত কলেমার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহাদের শাহা রগতো কাটা যাইতে পারে। কিন্তু কলেমার মহব্বত তাহাদের নিকট হইতে আলাদা করা যাইতে পারে না। আহমদীদের অবস্থা তো তদ্রূপ, যখন হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৈহিক সত্তা বিপদাপন্ন হইয়াছিল তখন আনসারদের হৃদয় হইতে এইরূপ একটি স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজ উঠিয়াছিল যে, হে আল্লাহর রসুল! আমরা আপনার

সম্মুখে লড়িব, আমরা আপনার পশ্চাতেও লড়িব, আমরা আপনার ডাইনেও লড়িব এবং আপনার বামেও লড়িব এবং খোদার কসম, আমাদের লাশকে না মাড়াইয়া দুশমন আপনার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না।

আজ হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৈহিক সত্বাতো আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু তাঁহার পবিত্র চিহ্ন আমাদের মধ্যে মওজুদ রহিয়াছে যাহা আমাদের জীবন হইতে অধিক প্রিয়। অর্থাৎ উহা হইল কলেমা তাইয়েবা যাহার মধ্যে তৌহিদে বারীতায়ালার সহিত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্বার মিলন ঘটিয়াছে যাহা কিছু মানুষের জন্য প্রিয়তম হইতে পারে, তাহা ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব আমরা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এই ওয়াদা নিশ্চয়ই করিতেছি যে, হে খোদার পবিত্র রসুল, যিনি প্রিয়ের চাইতেও আমাদের নিকট প্রিয়, খোদার কসম, আমরা তোমার এই পবিত্র চিহ্ন পর্যন্তও লোকদিগকে পৌঁছিতে দিব না। আমরা ইহার সম্মুখেও লড়িব, আমরা ইহার পশ্চাতেও লড়িব, আমরা ইহার ডাইনেও লড়িব এবং ইহার বামেও লড়িব এবং দুশমনদের অপবিত্র কদম এইখান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আমাদের লাশকে মাড়াইয়া আসে। সুতরাং ইহা তো প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ের আওয়াজ।

আমি ভাবিলাম, যেহেতু প্রকাশ্যে আমি ইহা সম্বন্ধে কিছু বলি নাই, অতএব খোৎবা সানীয়ায় ইহার উল্লেখ করিব, পাছে আহমদীরা না মনে করে, যে অন্যদের কথা তো বলা হইতেছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের আওয়াজ তো প্রতিধ্বনি করা হয় নাই এবং ইহাকে ভাষায় রূপ দেওয়া হয় নাই। অতএব ইহাই প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ের কথা এবং আসমানের খোদা এই কথা শুনিবেন এবং ইহাকে বিনষ্ট করিবে না। প্রত্যেক কোরবানীর জন্য আপনারা প্রস্তুত হইয়া থাকুন এবং কোন পরওয়া করিবেন না। ইহা ঐ মোকাম যেখান হইতে এক পাও আমরা পিছনে হটিতে পারি না। আমাদের পিছনে কলেমার একটি পাহাড় রহিয়াছে, যাহা আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছে ও আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। অতএব আমাদের জন্য এখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা তো আছে, কিন্তু পিছনে হটার জন্য এক পাও বাকী নাই। ইহাই কলেমার ঐ আঁচল (প্রান্তভাগ) যেখানে আমরা সব কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। দুশমন যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া নিক। তাহারা একজন আহমদীকেও কাপুরুষ এবং দুর্বল ও ভীরু দেখিতে পাইবে না।

ক্যাসেট রেকর্ডকৃত খোৎবার হইতে অনুদিত:

অনুবাদ: জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া**।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

ইসলামের নামে পবিত্র কলেমা তৈয়ব বিধ্বংসী জঘন্য কার্যকলাপ

তৌহীদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের এই চরম অবমাননাকর আইন ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া আওয়াজ তুলুন

আহমদীয়া জামাতের নেতা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর উদাত্ত আহ্বান

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ তারিখে লন্ডনস্থ ফজল মসজিদে মজলিসে ইরফানের পর আহমদীয়া জামাতের ৪র্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক সকল আহমদীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রদত্ত বিশেষ ভাষণের সারমর্ম ঃ

কলেমাকে উপলক্ষ করিয়া ইদানিং পাকিস্তানে যে কান্ড চলিতেছে সে সম্পর্কে আমি আপনাদিগকে অবহিত করিতে চাই। এই আন্দোলনের প্রচন্ডতা ক্রমেই আরো প্রবলাকার ধারণ করিতেছে দুই তরফ হইতেই। সেখানে আহমদীরা কেবলমাত্র বিশ্বাস করাই নহে, তাহাদের সেই বিশ্বাসকে যে কোনও মূল্যে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্পবদ্ধ। তাহারা এখন কলেমা লিখিয়া ব্যাজ তৈয়ারী করিতেছে, সেই ব্যাজ বিতরণ করিতেছে এবং নিজেরা তাহাদের টুপিতে ধারণ করিতেছে। তাহাদের যান-বাহনেও লিখিত কলেমা শোভা পাইতেছে। প্রতিদিন এই আন্দোলন আরো দুর্বার হইয়া উঠিতেছে। কোথাও কোথাও বহু সংখ্যক গয়ের-আহমদীগণও আগ্রহী হইয়া এই কলেমা লিখিত ব্যাজ চাহিয়া গ্রহণ করিতেছে।

অপরদিকে এ সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া চলিয়াছে এবং কেবলমাত্র কলেমা ধারণের অভিযোগে আহমদী ভ্রাতাগণকে নির্বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইতেছে। ইহাই আহমদীগণের একমাত্র অপরাধ। এই সব মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সূচনা ফয়সালাবাদে—যেখানে ৩০ জনেরও বেশী আহমদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্য স্থানে পুলিশ আহমদীগণকে প্রহার করে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ এই ব্যাপারে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা দিতেছে না। কোথাও কোথাও, কলেমা মুছিয়া ফেলার কাজ তাহাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে—এই কথা জানাইয়া পুলিশ কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও পুলিশ আহমদীদেরকে ধরিতেছে। তাহাদের যথা-সর্বস্ব ছিনাইয়া নিয়া দৈহিক নির্যাতন করিতেছে। একমাত্র অপরাধ—আহমদীরা কলেমা লিখিত ব্যাজ ধারণ করিয়াছে। কোনও কোনও জায়গায় কেবলমাত্র এই কারণেই পাশবিক ও বিভৎস ঘটনাও সংঘটিত হইয়াছে।

এইসব ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে আমার নিকট ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, ইহাই শেষ যুদ্ধ-ক্ষেত্র যেখানে আল্লাহর অমোঘ বিধানে শত্রুপক্ষকে টানিয়া আনিয়া আল্লাহর তকদিরের সম্মুখীন করা হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ এইখানেই তাহারা চরমভাবে পরাজয় বরণ করিবে। কিন্তু কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত পাকিস্তানী আহমদীগণের সাহায্যার্থে আমাদের যথাসাধ্য করা অবশ্য কর্তব্য। অত্যন্ত দুঃখের সহিত অনুভব করি, যেভাবে আমি আশা পোষণ করিয়াছিলাম তেমনভাবে এই কর্তব্য পালনে এখনও অগ্রসর হওয়া যায় নাই। এখানকার নেতৃস্থানীয়গণের প্রতি আমার নির্দেশ ছিল যে, বিশ্বের সমস্ত জামাতকে যেন জানান হয়, তাহারা যেন এই কলেমাকে উপলক্ষ করিয়া নির্যাতনের ঘটনাবলীর ব্যাপক প্রচার তুমুলভাবে শুরু করিয়া দেন। পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমতের নামে কি অমানুষিক ব্যাপার চলিতেছে তাহা সমস্ত পৃথিবীর জানা প্রয়োজন। ইহাও প্রকাশ পাওয়া একান্ত জরুরী যে, আজ কাহারা জীবন পণ করিয়া আল্লাহর কলেমাকে সমস্ত কিছুর বিনিময়ে রক্ষা করিতে সংকল্প-বদ্ধ, আর কাহারাই বা সেই কলেমাকে মুছিয়া ফেলিতে, বিলুপ্ত করিতে তাহাদের বর্বর পশু শক্তি নিয়োগ করিতে তৎপর। আরব ভুখন্ড, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের সর্বত্র এই সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু যেমনভাবে আমি আশা করিয়াছিলাম তেমনভাবে প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুতির প্রতিধ্বনি এখন পর্যন্ত আমি শুনিতে পাইতেছি না। অন্যায়ের সহিত আমাদের সংঘাতের এক মহা ক্রান্তি লগ্নে আমরা এখন উপনীত। পৃথিবী জানুক, ধর্মের নামে আজ কি পৈশাচিক প্রহসন অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিশ্বের প্রতিটি কোণে এই সংবাদের প্রচারণা চালাইতে হইবে। বিশ্ববাসীকে জানাইতে হইবে যে, শত্রু এখন কোন্ চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, জানাইতে হইবে আল্লাহর কলেমার কাহারা ধারক ও বাহক এবং কাহারা সেই কলেমাকে মুছিয়া ফেলিতে সমস্ত পাশব শক্তি লইয়া উদ্যত, কাহারা ইসলামের ভিত্তি মূলেই আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। আক্রমণের বিভৎসতায় আজ শত্রু তাহার ধর্মের খোলস খুলিয়া উদঘাটিত। সমগ্র বিশ্বের কাছে এই নগ্নরূপকে প্রকাশ করিতে হইবে।

যুক্তরাজ্যের জামাতকে জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইবে এবং এই সংঘাতের যথোপযুক্ত মোকাবেলার জন্য তাহাদের তৎপর হওয়া একান্ত জরুরী। সমস্ত পাকিস্তানী দূতাবাসগুলিকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া যাইতে হইবে। আরব ভূ-খন্ডের জনগণ ও পত্রিকাগুলির নিকট প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত দূতাবাসগুলিকে বিশেষ করিয়া মুসলিম দূতাবাসগুলিকে অবহিত করিতে হইবে—আজ ইসলাম কত গভীর পংকের মধ্যে নিমজ্জিত।

ইহা সম্যক রূপে অনুধাবনের প্রয়োজন যে, ইসলাম একদা এই কলেমা লইয়াই মানব সমাজকে আল্লা-হর পথে যাত্রা শুরু করাইয়াছিল। এই কলেমার জন্য এক সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন—উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহার অনুসারীরাও। হযরত বিলালের কোরবানীর ইহাই কি পরি-ণাম ? সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব কি আজ ইসলামের এই চরম বিপর্যয়ের ক্ষণে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়া যাইবে ? যদি তাহারা পাকিস্তান কিংবা অন্যান্য কলেমা-নিষিদ্ধ-কারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া না দাঁড়ায় এবং তুমুলভাবে সোচ্চার না হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা দূরপনেয় কলঙ্ক ও পাপের ভাগী হইবে। কারণ কলেমার উপর এই আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)-এর উপর আক্রমণ।

আমাদের এই বার্তা দিকে দিকে প্রচারের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য ইহাই আমার উদাত্ত আহ্বান। অবশ্য এই সংগ্রাম রাজনৈতিক আদর্শ-মুক্ত হইতে হইবে, আহমদীয়া জামাতের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া পবিত্র কুরআনের আলোকে ও গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া শান্তিপূর্ণভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে। আর সেই উদ্দেশ্যে ইহাই আমার সর্বাত্মক নির্দেশ।

(লন্ডন হইতে প্রকাশিত আহমদীয়া বুলেটিন, ফেব্রুয়ারী, ৮৫ হইতে সংকলিত)

অনুবাদ ঃ **এম, আবদুল্লাহ**

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসা উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم -

প্রিয় ভ্রাতাগণ! আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এক বৎসর পর, আজ আল্লাহতায়ালার ফজলে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসায় আমরা সমবেত হয়েছি। গত এক বৎসর যাবত জামাত মহা অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলছে। এই অগ্নি-পরীক্ষার কথাটাই প্রথমে বলতে চাই।

আপনারা সবাই জানেন, প্রায় একটি বৎসর পূর্ণ হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানের আহমদী জামাতগুলির উপর কি বিভৎস অত্যাচার ও নিপীড়ন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। একদল ভ্রান্ত মোল্লার সহযোগিতায়, পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা, ইসলামের নাম ব্যবহার করে, ইসলামী শাসনের নাম করে, এমন জঘন্য ইসলাম-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছেন যে, ইসলামের ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যাবে না। ইসলাম-বিরোধী কার্কলাপ বন্ধ করার নামে, গত বৎসর ২৬শে এপ্রিল পাকিস্তানে যে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে, তার প্রতিটি ধারাই স্বয়ং ইসলাম-বিধ্বংসী। অথচ অধ্যাদেশ প্রণয়নকারী ও সহযোগী মোল্লারা যেন ইহা বুঝতেই পারছে না যে, কোরআন, হাদীস ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির উপর ভিত্তি করে, ইসলামী আইন হতে পারে না। এরূপ আইন কেবল-মাত্র ইসলামের শত্রুরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে রচনা করতে পারে। ইহা ভাবতেও বিস্ময় জাগে যে, যারা ইসলামের ধারক ও বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, সেই মৌলবীরাই কোরআনের মৌলিক অনুশাসনকে, হাদীসের মহামূল্য শিক্ষা এবং রসুলুল্লাহর (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের উদাহরণ সমূহকে পদদলিত করে, আপন আপন স্বার্থের প্ররোচনায় সত্যিকার ইসলামকে জলাঞ্জলি দিয়ে, মনগড়া আইন প্রণয়ন করে বলে, ইহাই ইসলামী আইন। যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধারক ও বাহক বলে মনে করেন এবং মুসলমানকে হেদায়েত প্রদানকারী বলে মনে করেন, তারাই যদি স্বয়ং হেদায়েত-বিহীন হয়ে যায়, তখন আমাদের কাছে ইহা স্পষ্টই সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ইসলামের জগতে এখন হেদায়েত-প্রাপ্ত ও হেদায়েত-দানকারী ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। তাদের এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপই সমাগত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সাব্যস্ত করে।

পাকিস্তানে ২৬শে এপ্রিল ১৯৮৪ সনে প্রণীত ইসলামী অধ্যাদেশের এক-একটি ধারা, প্রকৃতপক্ষে ইসলামের এক-একটি শত্রু। কিরূপে শত্রু তা বলছি।

১ম ধারা ঃ আহমদীরা নিজেদেরকে মুসলিম বলতে পারবে না। কেহ নিজেকে মুসলিম মনে না করলে কি সে নিজেকে 'মুসলিম' বলার জন্য এগিয়ে আসবে? একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টান, একজন ইহুদী, একজন বৌদ্ধ নিজেকে কি কখনও মুসলিম বলে স্বীকার করবে? কখনও নয়। জোর করেও তাকে ঐ কথা বলানো যাবে না। কেননা ইসলামে তার বিশ্বাস জন্মেনি। অতএব একথাই সত্য যে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সমূহে যে বিশ্বাসী, সেই কেবল নিজেকে মুসলিম বলতে গৌরব বোধ করবে। এরূপ ব্যক্তিকে 'অমুসলিম' বলার কারো অধিকার নেই। সারা বিশ্বে ত এই মানবিক নীতিই প্রচলিত যে, এক ব্যক্তি নিজেকে যে ধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় দেয়, উহাই তার ধর্ম। কোরআন স্পষ্টভাবে মুসলিম উম্মাকে আদেশ করেছে, যে ব্যক্তি তোমাকে সালাম দেয়, তাকে একথা কখনও বল না যে, 'তুমি মুসলিম নহ'। ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا (সূরা নেসা ঃ ৯৫ নং আয়াত)

হযরত উসামা নামক সাহাবীর কথা আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। এক জেহাদের সময়, যুদ্ধবাজ

একজন বিধর্মীকে যখন হযরত উসামা কাবু করে, হত্যার জন্য তরবারী উঠালেন, তখন ঐ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্"। তিনি ঐ ইহুদীকে কলেমা পাঠ করা সত্বেও, তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে ফেল্লেন। এই সংবাদটা রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে পেঁছালে হুজুরের চেহারা মোবারক রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি হযরত উসামাকে ডেকে পাঠালেন। হযরত উসামা এসে কৈফিয়ত দিলেন যে, ঐ ব্যক্তির কলেমা পাঠ ত কেবল প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক ফাকা অন্তঃসারশূন্য বাক্য ছিল। উসামার এই ব্যাখ্যা শুনে হুজুর তিরস্কার করে বল্লেন, "হে উসামা, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে, এই কলেমা ফাকা বুলি ছিল, না তার অন্তরের ধ্বনি ছিল?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে, তাকে অমুসলিম বলা যায় না।

২য় ধারা ঃ আহমদীরা নিজেদের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' বলতে পারবে না। 'মসজিদ' শব্দের ইসলামী পরিভাষাগত অর্থ এবং আরবী আভিধানিক অর্থ হল, সেজদার স্থান, যেখানে আল্লাহর নামে সেজদা দেয়া হয় ও আল্লাহর এবাদত করা হয়। আহমদীরা ত মসজিদে আল্লাহরই ইবাদত করে ও আল্লাহকেই সেখানে সেজদা দেয়। কোন প্রতিমা বা ইনসানকে সেখানে সেজদা করে না। অতএব ইহা আভিধানিক অর্থেও মসজিদ এবং ইসলামী পরিভাষাগত অর্থেও মসজিদ। যে স্থানে ওয়াহেদ আল্লাহর প্রতি সেজদা দেয়া হয়, সে স্থান মসজিদ না হয়ে আর কি হতে পারে? গায়ের জোরে একথা বলা যে ইহা মসজিদ নয়, ইহা ত পাগলের প্রলাপ। ইহা খোদার উপর খোদ্কারী। ইহা জালেমের জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। কোরআন বলে, যারা আল্লাহর বান্দাকে মসজিদে যেতে বাধা দেয় তারা সবচেয়ে বড় জালেম। সুরা বাকারার ১৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

ومن اظلم ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها ط
اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين ط لهم فى الدنيا خزى ولهم
فى الاخرة عذاب عظيم ٥

৩য় ধারা ঃ আজান দেয়া নিষেধ। 'আজান' কি তাহলে অনৈসলামিক কাজ, যা 'ইসলামাইজেশনের' খাতিরে নিষেধ করা প্রয়োজন? আমরা জানি, শিখ রাজত্বে 'আজান' দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পাকিস্তানে কি ইসলামের নামে আবার শিখ রাজত্বের মতই একটা বে-দিনী সুলতানাত কায়েম হল না কি, যে আজান নিষিদ্ধ করা হল?! 'আজান'ত প্রকাশ্যে আল্লাহতায়ালার মাহাত্ম্য কীর্তন করে, বুলন্দ আওয়াজে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করে এবং এবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। এই সুললিত আজানের ধ্বনি যেখানেই উচ্চারিত হোক না কেন, প্রকৃত মুসলমানের মনকে ইহা পরিতুষ্ট করারই কথা। এতে কেবলমাত্র ইসলাম-বিরোধীদেরই মনোকষ্ট হতে পারে। কেননা, তারা আজানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বিদ্রোহী মুরতাদদের মোকাবেলা করার জন্য যখন সৈনাবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা গন্তব্য স্থানে পেঁছে, নামাজের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখবে। যদি তাদের গ্রাম হতে আজানের ধ্বনি শুনতে পাও, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। কেননা তারা 'মুসলমান'। যে আজানের এত বড় মর্যাদা, তা বন্ধ করার মাধ্যমে কিভাবে 'ইসলামাইজেশন' হয়, তা বুদ্ধির অগম্য।

ইসলামের নামে প্রবর্তিত অধ্যাদেশটির ধারাগুলির প্রত্যেকটিই ইসলাম বিরোধী এবং এতই ইসলাম-বিরোধী যে এতে নেক কাজগুলিকে 'বদকাজ' বলা হয়েছে, সৎকাজকে অসৎ কাজ এবং পবিত্র কর্মকে কু-কর্ম বলে আখ্যা দিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে এই অধ্যাদেশটি সত্যিকারের মুসলমানের দ্বারা প্রণীত হয়নি। বরং যারা ইসলামকে বিশ্বের কাছে হেয় ও কলংকিত করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, ইহা তাদেরই কাজ। অতি নিপুণ ও সুক্ষ্মদর্শী শত্রু, স্থূল-বুদ্ধি-সম্পন্ন, পন্ডিতমান্য মোল্লাতন্ত্রকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সাহায্যকারী বৈদেশিক শক্তিগুলি বন্ধু সেজে ইসলামের শত্রুতা করেছে, এটা সে দেশের অনেকেও বুঝতে পেরেছেন।

যাহোক, এ অধ্যাদেশের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে আহমদীদের জীবনে বাহ্যিকভাবে এক বিভিষিকা নেমে এসেছে। ধর্মের নামে রক্তপাতকে আইন দ্বারা জায়েজ করা হয়েছে। শান্তির ধর্ম ইসলামের

নামকে অশান্তির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আহমদী কয়েকজন বুজুর্গকে হত্যা করা হয়েছে, বহুসংখ্যক আহমদীকে মিথ্যা নালিশের উপর ভিত্তি করে অকারণে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কাউকে মুসলিম বলার অপরাধে, কাউকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলার অপরাধে, কাউকে 'আজান' দেয়ার মিথ্যা অজুহাতে, কাউকে প্রচার করার মিথ্যা অভিযোগে, এমনিভাবে নানা ছল-ছুতায় শত শত আহমদীকে জেল দেয়া হয়েছে। শুধু আহমদীয়াতের কারণে অনেকের চাকুরী গিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও আহমদীয়াতের কারণে ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজে ভর্তির সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, হোস্টেল হতে তাড়ান হয়েছে।

বহুস্থানে মসজিদ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, অপবিত্র ও বিধ্বস্ত করা হয়েছে; অনেক স্থলে মিনার ও গম্বুজ ভেংগে ফেলেছে, আর অনেক মসজিদ জবর দখল করা হয়েছে। প্রায় ষাটটি মসজিদের এ অবস্থা হয়েছে। এই হল পাকিস্তানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রে, বর্তমান ইসলামী শাসনের নমুনা। অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামানায় যুদ্ধরত অবস্থায়ও অন্য ধর্মের উপসনালয়গুলিকে অক্ষত রাখার নির্দেশ ছিল। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় গীর্জা ও সিনাগগ গুলির সংরক্ষণের জন্য বা'ইতুল মাল হতে সাহায্য পর্যন্ত দেয়া হত। কোথায় সেই মহত্বের ও শান্তির বাহন ইসলাম, আর কোথায় এই কূপমন্ডুক হীনমন্যতার বাহন পাকিস্তানী মোল্লাদের ইসলাম! আহা, কোথায় সেই জ্যোতির্ময় আলো, আর কোথায় এই ঘনকালো অন্ধকার! এদের সব কাজকর্মগুলি হল অনৈসলামিক, অথচ তারা ইহার নাম দিয়েছে "ইসলামাইজেশন"। তারা কানা ছেলের নাম দিচ্ছে পদ্মলোচন। কিন্তু আল্লাহ কানা নন, সবকিছুই দেখছেন। সত্য ইসলামকে তিনি নিশ্চয় সাহায্য করবেন।

যে বিভৎস কাজ করতে মুসলমান নামধারী কেন, একজন অমুসলিমের অন্তরাত্মাও কাঁপে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক শ্রেণীর মৌলবীরা নির্বিচারে পাষাণ-হৃদয়ে সেই জঘন্য ধর্মদ্রোহী কাজটি সম্পাদন করে চলেছে। সেটা আহমদীদের মসজিদগুলি হতে জোরপূর্বক একের পর এক কলেমা তৈয়ব মুছে ফেলা। রসুল করীম (সাঃ) এসেছিলেন, দুনিয়ায় 'কলেমা'কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আর তথাকথিত নায়েবে রাসুল নামধারী আলেমগণ সেই মহামূল্য কলেমাকে মুছে ফেলছে! হায়রে আখেরী জমানার আলেম, তোমাদের এরূপ ছবিইত রসুলের (সাঃ) হাদীসে আঁকা হয়ে আছে। সে ছবিই আমরা তোমাদের চেহারায় দেখলাম।

বাহ্যিকভাবে এই অন্ধকারের বাহকেরা আহমদীগণকে কষ্ট দিলেও, আহমদীরা কিন্তু এর মাঝে এক বিরাট আধ্যাত্মিক আস্বাদন লাভ করেছেন। বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীরা এই নির্যাতনের মাঝেও ঈমানে অটল, অনড় রয়েছেন। এই সব অত্যাচারের অন্তরালে এমন এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক স্বাদের সন্ধান পেয়েছেন যে, তারা হাসিমুখে ঐসব বাহ্যিক দুঃখকষ্টকে বরণ করে নিচ্ছেন। তারা সবর, ইসতেকলাল, দোয়া ও গিরিয়াজারির মাধ্যমে অনবরত আল্লাহর নৈকট্য ও সাহায্য লাভ করছেন। তাই কোরবানীর পর কোরবানী করতে তারা কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। পাকিস্তানবাসীরাও আহমদীদের এই অতুলনীয় খোদাপ্রেম, ধর্ম-পরায়ণতা, সহ্যশক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও মানবহিতৈষনা দেখে মুগ্ধ ও প্রভাবিত না হয়ে পারছে না। জনগণ সরকারকে এ বিষয়ে সমর্থন করছে না, বরং আহমদীদেরকে সহানুভূতিই দেখাচ্ছে। অনেকেই প্রকাশ্যে বলেছেন, আহমদীরাই প্রকৃত অর্থে ধার্মিক, মুসলমান। তাদের উপর অনর্থক অত্যাচার করা হচ্ছে। একদিকে অত্যাচার, আর অপরদিকে দোয়া, ধৈর্য্য ও কোরবানী। এই দৃশ্য মানুষের মনে সুদূর—প্রসারী প্রভাব ফেলছে এবং মানবের হেদায়েতের পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। আর ইহাইত আমাদের পরম কাম্য যে, মানব হেদায়েতের পথে আসুক। আল্লাহ তাই করুন।

একদিকে অবর্ণনীয় অত্যাচারের মর্মস্পর্শী কাহিনী, অপরদিকে আল্লাহর সাহায্যের নিত্যনূতন নিদর্শন। একদিকে আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করার বিরামহীন অপচেষ্টা, আর অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ইহার বিস্তৃতির পর বিস্তৃতি। এ দৃশ্য আমাদের মনকে আমাদের রাব্বের কাছে কৃতজ্ঞতায় সিজদা প্রণত করে দেয়। আহমদী-বিরোধী অধ্যাদেশ জারীর পর হতে গত দশ মাসে আহমদীয়া ইতিহাসে স্বর্ণযুগ রচিত হয়েছে। ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, লসএঞ্জেলস, ডেট্রয়েট, শিকাগো, ইওর্ক, ফ্রান্স, গ্লাসগো, নিউইয়র্ক, ওয়াসিংটন, নিউজার্সি ইত্যাদি বহু স্থানে নূতন নূতন বড় বড় প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়তের প্রচার-ব্যবস্থা প্রসারিত হয়ে চলেছে যা শত বৎসরেও সম্ভব হয়নি। আমাদের সামান্য কোরবানী ও আত্মত্যাগকে

আল্লাহতায়ালা নিজের প্রেমের আতরে সিক্ত করে আমাদিগকে অপূর্ব পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। ইহার সৌরভ এখন চতুর্দিকে ছড়াতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানে আমাদের প্রেস, বই-পুস্তক প্রচার কেতাবাদি তারা বাজেয়াপ্ত করেছেন, কিন্তু খোদার অসীম ফজলে আমরা প্রায় শতগুণ বেশী পুস্তক প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী ছড়ায়ে দিচ্ছি। আল্লাহর কি বিরাট কৃপা ও অনুগ্রহ আমাদের জামাতের প্রতি! ইতিমধ্যে অনেক দেশে সাড়া পড়ে গেছে। আজকাল হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) দৈনিক অনেক বয়েতের ফরমে দস্তখত করে অনুমোদন দিচ্ছেন। এমনকি পাকিস্তানেও অনেক বয়েত হচ্ছে। হুজুরের ইংল্যান্ডে অবস্থিতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নানা দেশের নানা বর্ণের লোকের মাঝে প্রচারের নূতন সুযোগ এনে দিয়েছে। খবরের কাগজে, টেলিভিশনে এবং রেডিওতে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে আহমদীয়াতের সাথে আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠির পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাকিস্তানের বর্তমান সরকার ও আহরারী মৌলবীগণ ভেবেছিলেন অত্যাচার, নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের আইন দ্বারা আহমদীয়াতের জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করে দিবে। এদের দৃষ্টি পার্থিব গন্ডীতে সীমাবদ্ধ। তাই তারা পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভর করছে। যে ইসলামের সাথে আল্লাহর প্রকৃত সম্পর্ক, সেই জিন্দা ইসলামের সাথে যদি এদের সম্পর্ক থাকত, তাহলে তারা নির্যাতনের পথ ধরত না, অত্যাচারমূলক আইন প্রবর্তন করার কথাও চিন্তা করত না। কেননা ইসলামে এরূপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোরআন শরীফ সাফ সাফ বলছে, "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নিষিদ্ধ। কোরআনের এই অনুশাসনকে পদদলিত করে তারা গর্ব করে বলছে, তারা ইসলামী শাসন "কায়েম" করছে। কোরআন ধর্মের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে দিয়ে বলেছে, "লাকুম দীনুকুম ও লিয়া-দীন"। অর্থাৎ তুমি স্বাধীনভাবে তোমার ধর্ম পালন কর, আমি স্বাধীনভাবে আমার ধর্ম পালন করি। এখানে একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে একথাও বলা হয়েছে, তোমার ধর্ম পালনের ফল তুমি পাবে, আমার ধর্ম পালনের ফল আমি পাব। কোরআনের এই ঘোষণাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা ধর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, তারা যে ইসলামের পরিপন্থী কাজ করছে, একথা বুঝা ও বলার প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের কর্মফল অবশ্যই ভোগ করবে।

আমরা আহমদীরাও সত্যিকারভাবে ইসলাম পালনের মাধ্যমে খোদার ফজলে তাজা তাজা ফল পাচ্ছি। আমরা আল্লাহর তরফ হতে নিত্য নূতন নিদর্শন দেখছি। আমাদের খলিফা পদে পদে আল্লাহর আশ্বাস বাণী দ্বারা আশ্বস্ত হচ্ছেন, সুসংবাদের পর সুসংবাদ পাচ্ছেন। আল্লাহর তরফ হতে খলিফার কাছে সালাম ও বিজয়-বাণী এসেছে। হুজুর বিশ্বজোড়া আহমদীদের কাছে, আল্লাহর ওহী-সম্বলিত 'সালামতি ও বিজয়ের বাণী' পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। অতএব ভয় নেই, এই বিপদ-সংকুল অবস্থা ইনশা-আল্লাহ, শীঘ্রই কেটে যাবে এবং আহমদীরা সালামতি ও বিজয়ের অধিকারী হবে। আহমদীদের গৌরব বৃদ্ধির দিন সমাগত। অতএব, আপনারা প্রকৃত 'দায়ী ইলাল্লাহ' হয়ে প্রত্যেকেই ইসলামের মোবাল্লেগ হয়ে যান এবং নির্ভীক চিত্তে সকলের দুয়ারে সত্যিকার ইসলামের বাণীকে পৌঁছিয়ে দিন। ইসলামের হুকুম আহকামকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে থাকুন। দোওয়া, কোরবানী ও প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহকে নিজের মাথার উপর ছায়া ও আশ্রয়রূপে সকাতরে আকর্ষণ করুন। হে আহমদী ভাইরা, এমন সুবর্ণ যুগ বহুকাল পরে এসেছে। অতএব, ইসলামের জন্য এখন নিজের জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সময়কে আল্লাহর পথে খরচ করতে এগিয়ে আসুন। ইহ-কালেই আপনারা জান্নাত রচনা করুন।

আমরা দোওয়া করবো যেন আল্লাহতায়ালা অচিরেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়কে তরান্বিত করেন। আমরা দোওয়া করব যেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে যে সকল আহমদী ভ্রাতা অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই মহতী জলসায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের সকলেই এই জলসার ইসলামী তালিমী ও তরবীয়তী কার্মসূচী হতে ফায়দা হাসিল করতে পারেন, ধর্মীয় এলেম ও মা'রফত লাভ করতে পারেন এবং 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'-এর কার্যে আত্মনিয়োজিত করতে পারেন।

আল্লাহ রাহমানুর রাহীম, আমাকেও আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

—মোহাম্মদ, ন্যশনাল আমীর।
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

সংবাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ তারিখে করাচীর ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা "ডন" এ প্রকাশিত তাহাদের লাহোরস্থ প্রতিনিধি প্রেরিত সংবাদ

লাহোর ১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৫। হানিফ রামে (পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) বর্তমানে আহমদীদের প্রতি যে আচরণ করা হইতেছে উহা তাহার ভাষায়, অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অন্যায় বলিয়া অভিহিত করিয়া পাকিস্তানের জনগণকে আহমদীদের প্রতি বর্তমানে অনুসৃত নীতির পুনর্বিবেচনা করিয়া তাহাদের ধর্মীয় ব্যাপারে ঔদার্য্য প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

অধুনালুপ্ত পাকিস্তান মুসাওয়াত পার্টি প্রধান রামে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে আহমদী মসজিদ সমূহ হইতে কলেমা তৈয়ব মুছিয়া দেওয়া এবং তাহাদের লোকদের বক্ষে ধারণ করা কলেমা খচিত ব্যাজ ছিনাইয়া লওয়া প্রকৃতপক্ষে কলেমাকেই অস্বীকার করার নামান্তর এবং "ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম"—আমাদের এই ধর্ম বিশ্বসকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

তিনি নিজে আহমদী নহেন ইহা ব্যক্ত করিয়া হানিফ রামে বর্তমানে দেশের ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরূপ সমালোচনা করিয়া বলেন—কলেমা তৈয়ব প্রচার ও তাহার অন্তর্নিহিত বাণী—ইসলাম স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন দর্শন এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার পরিবর্তে তাহারা অত্যন্ত হীন ও পক্ষপাতদুষ্ট মনোবৃত্তি লইয়া এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের উপর জাতীয় ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

আল্লাহ রব্বুল আল আমিন, তাহার শেষ নবি (সাঃ) রহমতুল্লিল আল আমীন এবং ইসলাম এ সমস্তগুলিতেই বিশ্বের সমস্ত জাতি সম্প্রদায় ও জনগণের সার্বজনীন উত্তরাধিকার।

আহমদী সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রতি আচরণের বর্তমানে অনুসৃত নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন—যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সেখানে কোনও সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাহারো থাকিতে পারেনা। কারণ তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে ইসলাম শক্তির বলেই প্রচারিত ও সম্প্রসারিত—মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদনের জন্য নহে।

মোসলেহ মওউদ দিবস উদযাপিত

ঢাকা ঃ

আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজলে ও রহমতে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং রোজ বুধবার বাদ নামাজ আসর দারুত তবলিগ মসজিদ হল রুমে সাফল্যের সহিত ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে মোসলেহ মওউদ দিবস উদযাপিত হয়।

মোসলেহ মওউদ দিবসের উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। প্রশিক্ষণরত মোয়াল্লেম জনাব মৌলবী হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেবের কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোওয়া করান। জনাব মোহাম্মদ ইব্রায়েতুল হাসান কালামে মাহমুদ থেকে সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করেন। জনাব মৌলভী নজীর আহমদ ভুইয়া সাহেব জ্ঞান সাধক লেখক হিসাবে হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ), জনাব ভিজির আলী সাহেব হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব সংগঠক হিসাবে হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) এবং জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) ও বিশ্বব্যাপি ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন। জনাব মাহমুদ আহমদ শরীফ মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত একটি বাংলা নজম পাঠ করেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারী সকলকে চা চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। সভাপতির ভাষণ মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) এই বিশ্বে শান্তির দূত হিসাবে ইসলামী ভাব ধারায় পূর্ণ বিকাশ ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে উল্লেখ করেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভাশেষে ভি. সি. আর এর মাধ্যমে লণ্ডনে হুজুরের জুম্মার খোৎবা প্রদর্শন করা হয়। (—সংবাদদাতাঃ এন. এন, এম, সালেক)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২০-২-৮৫ ইং রোজ বুধবার মোসলেহ মাওউদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা বাদ আছর থেকে আরম্ভ হয় এবং মাগরেব নামাজের পর শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাঃ আনোয়ার হুসেন সাহেব প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ বি, বাড়ীয়া। কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ সামছুজ্জামান সাহেব, সদর মোয়াল্লেম, নযম পাঠ করেন জনাব এস এম বরকত উল্লাহ সাহেব এবং মোসলেহ মওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে (ক) জনাব মৌঃ এজাজ আহমদ সাহেব অবসর প্রাপ্ত সদর মুরুব্বী (খ) জনাব খন্দকার আব্দু মিয়া সাহেব জেলা নাজেম জয়িমে আলা, কুমিল্লা-সিলেট (গ) জনাব ফকির এয়াকুব আলী সাহেব (ঘ) জনাব মৌঃ ছলিমউল্লা সাহেব সদর মোয়াল্লেম এবং পরিশেষে সভাপতি সাহেব উক্ত দিবস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানে মিষ্টান্ন বিতরনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। —সংবাদদাতা

মোস্তাক আহমদ খন্দকার, কায়েদ, মঃ খোঃ আহমদীয়া

শোক সংবাদ

(১) বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জামাতের বন্ধুগণকে জানাচ্ছি যে, গত ১৯ শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১-১৫ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দক্ষিন আহমদী পাড়া নিবাসী মুখলেস

প্রবীণ আহমদী জনাব বজলুর রহমান ভুইয়া সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না… … … রাজেউন। মরহুম গত কয়েক বৎসর যাবৎ মসজিদে অবস্থান করিতেন এবং সব সময় নামাজ দোয়া, জিকরে ইলাহী, কোরআন তেলাওয়াৎ ইত্যাদিতে রত থাকিতেন। জমাতের জলসাদী এবং যে কোন জামাতী ইজতেমা হউক না কেন বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়া অংশগ্রহণ করিতেন। বন্ধুগণ মরহুমের রুহের মাগফিরাতের জন্য এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের ছাবরুন জামীল এর জন্য দোয়া করিবেন।

খাকছার মোঃ ছলিমুল্লা
সদর মোয়াল্লেম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

(২) অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে কুমিল্লা জামাতের সদস্য জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর বড় ভাইয়ের চাকুরীস্থল 'দিশারী শীপ' এ ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যান। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৪৫ বৎসর, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। বর্তমানে তাঁর মাতা এবং বড় ভাই জীবিত আছেন এবং মরহুম অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গুনগ্রাহী রেখে যান। জীবনের শেষ সময়গুলিতে তিনি জামাতের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

জামাতের সকল সদস্যগণকে তার মাতা ও শোকাভিভুত আত্মীয়-স্বজনের ধৈর্যধারণ ও রুহের মাগফেরাতের জন্য দোওয়ার দরখাস্ত করছি।

(৩) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা জামাতের প্রবীণ আহমদী জনাব কাজী আক্তারুজ্জামান সাহেব গত ৯ই জানুয়ারী '৮৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল প্রায় ৮৫ বছর মরহুমের নিজ এলাকা কনশতলায় অত্যন্ত মোখালেফাত স্বত্বেও যথেষ্ট মনোবলের সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তবলীগের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মরহুম জামাতের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ঘনিষ্ট মহব্বত রাখতেন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখেল করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির প্রতি উক্ত দোয়ার আবেদন করছি।

খাকসার—মুহাম্মদ আবদুস সালাম

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar